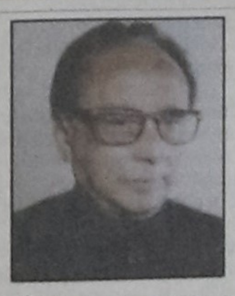

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ কার্তিক ১৪১৬
১৬ অক্টোবর ২০০৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০০৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব আজ কৃষিতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত গবেষণা এবং লাগসই প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। বিদ্যমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এবছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০০৯' উদযাপনের সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জিল্লুর রহমান)

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্যের অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা-বন্যা, নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে বাঁচতে হয় আমাদের। নষ্ট হয় কৃষকের ঘাম ঝরানো ফসল। নদীগর্ভে তলিয়ে যায় ফসলের মাঠ। মাঠের ফসল হারিয়ে নিঃস্ব ও কর্মহীন হয়ে পড়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। এই ক্রান্তিকালীন সময়ে তাদের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। তাই ২০০৯ সনের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই উপযোগী ও যথার্থ হয়েছে।

খাদ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামীলীগ সরকার দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই শুধু নয়; খাদ্যে উদ্বৃত্তও করেছিল। পরবর্তীতে জোট সরকার আবার দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকার দেশকে আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ সীমিত। তাই লক্ষ্য অর্জনে কৃষি খাতে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারসহ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। একই সাথে লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল আরও জাত উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি, বৃষ্টির পানি ব্যবহার, সমন্বিত ও অঞ্চলভিত্তিক কৃষি, পুষ্টিসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সম্ভাব্য সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

বিশ্বের জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ছে। কৃষি প্রধান দেশ হওয়াতে আমাদের সঙ্কট সবচেয়ে বেশি। পরিবর্তিত জলবায়ুতে আমাদের ফসল উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। হুমকির মুখে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। এই সংকট মোকাবেলায় আমাদের সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার জন্য প্রধানত দায়ী উন্নত দেশসমূহের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মতিয়া চৌধুরী)

মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আহ্বানে ১৬ অক্টোবর, ২০০৯ বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিবর্তিত জলবায়ুতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষকের শ্রমে-ঘামে উৎপন্ন ফসল নষ্ট হয়, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে আপতিত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় ক্ষুদ্র আয়তনের বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি দেশে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগকালে এ চ্যালেঞ্জ আরো প্রকট আকার ধারন করে। তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দক্ষ জনবলের অভাব এর প্রধান কারণ। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন' যা অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মাঠ ফসলের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ-এসবের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে আমাদের বসতবাড়ির জায়গাগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে আমরা নিশ্চিতভাবে লাভবান হতে পারব। বসতবাড়ির আঙ্গিনাগুলো বিভিন্ন শাকসবজি, ফলদ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ করে ভরে তুলতে হবে।

পাশাপাশি হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন ও মৎস্য চাষ যৌক্তিকভাবে বাড়িয়ে তুলে সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সবার যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০০৯' এর সকল কর্মকান্ড সাফল্যমন্ডিত হোক-এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস)

'সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন'

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

'সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন' বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৯ এর প্রতিপাদ্য। প্রতিবারই চলমান অবস্থার ওপর নির্ভর করে এক একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার বিশ্ব প্রেক্ষাপট ভিন্নতর। সমস্যা ও সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত আজকের এ বিশ্ব। বিশ্বের জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বহুবিধ সঙ্কটে আবর্তিত বাংলাদেশ। কৃষি প্রধান দেশ হওয়াতে আমাদের ওপর আবহাওয়া পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব একটু বেশি। বিগত কয়েক বছরের কৃষির পরিবেশগত পরিবর্তন লক্ষ্য করলে এসত্য আরো স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, সিডর, ঝড়ঝঞ্ঝা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এখন অহরহ হানা দেয় আমাদের ঘাম ঝরানো সোনার ফসলে। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের পরিবর্তিত জলবায়ু আর বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে এগুতে হবে আগামীর কৃষি কর্মকান্ডে।

এ প্রেক্ষিতে লবণাক্ততা ও খরা সহনশীলজাত উদ্ভাবন, জলাবদ্ধতায় কৃষি কার্যক্রম, ভাসমান কৃষি, এলসিসি ব্যবহারে ইউরিয়া সার সাশ্রয়, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ, জৈব অজৈবের সমন্বয়ে সুষম সার ব্যবহার, স্বল্পমেয়াদি ফসলের আবাদ বাড়ানো, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা, ফলদ বৃক্ষ রোপণ, মিশ্র ফসল, প্রক্রিয়াজাতকরণ, উপযুক্ত সংরক্ষণ, বিপণন সব কিছুতেই বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে প্রায়োগিক কৃষির আবর্তন করতে হবে। তবেই আমরা এগুতে পারবো খাদ্য নিরাপত্তার দিকে।

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারটিও কার্যকরভাবে ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের অগুণিত কর্মক্ষম পরিশ্রমী কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অনুপ্রেরণা আর সাহস যোগাতে হবে অহরহ। তবেই আমরা সঙ্কটকে মোকাবেলা করতে পারবো অসীম সাহসে নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের সকল কার্যক্রমের বাস্তবভিত্তিক সফলতা আসুক এ কামনা করছি। আমাদের সবার অংশগ্রহণে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্যের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হবে এ প্রত্যাশা করছি একান্তভাবে।

কৃষির সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।

(মো. সাঈদ আলী)

MESSAGE

'Achieving Food Security in Times of Crisis', the theme of this year's World Food Day is very much relevant in the context of the consequence of global crises like volatile food prices and the financial meltdown. The number of hungry people in the world has increased by 100 million to a total of 1.2 billions. The global food security situation has worsened and continues to represent a serious threat to humanity. With food prices still remaining high in developing countries, the number of people suffering from hunger has been growing relentlessly in recent years. The global economic crisis is aggravating the situation by reducing jobs and increasing poverty. FAO estimates that the number of hungry people could increase by a further 100 million in 2009. The ever increasing threats of disasters due to climate change impacts, especially on agriculture and food security are a further threat to the global poor. And again the poorest which are the hardest hit, are the most vulnerable and remain the most hungry.

The FAO food price index rose on average by 52 percent from mid-2007 to mid-2008. Then, in July 2008, food prices began to decline. However the downward trend should not be interpreted as the end of the food crisis. In fact the global cereal prices are still more than 63 percent higher than they were in 2005.

Investment in agriculture must be increased. Both public and private investments are needed, more specifically through targeted public investment to encourage and facilitate private investment, especially by farmers themselves.

The present Government has placed high priority to ensure "food for all". This will be achieved by taking all possible measures so as to make Bangladesh self-sufficient in food by 2012. The government has also taken a number of initiatives for increasing domestic food production. This will be achieved through a policy of reduced prices for fuel, fertilizers and irrigation, and by ensuring a supply of farm inputs.

FAO Representative in Bangladesh

We believe that all these efforts will help farmers in sustainable food production as well in ensuring food security and nutrition, and better livelihood. FAO will always stand by the Government with continuous cooperation in achieving self-sufficiency in food and ensuring food security.

Ad Spijkers

TeleFood Food for All · কৃষি মন্ত্রণালয় · মিডিয়া পার্টনার · bdnews24.com First with the news 24/7

ডিজাইন ও প্রকাশনায়:
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা
ওয়েবসাইট: www.ais.gov.bd
ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৯১১২২৬০ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ কার্তিক ১৪১৬
১৬ অক্টোবর ২০০৯

বাণী

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর আহ্বানে ১৬ অক্টোবর ২০০৯ বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ক্রমবর্ধনমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটিয়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আজ সত্যিকার অর্থেই একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খাদ্য দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন' নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কৃষিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ খাত। উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবিলা করে সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে দেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকার সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।

দেশে আবার খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বিকল্প কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, পরিবর্তিত জলবায়ুবান্ধব লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৯ এর সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শেখ হাসিনা)

মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ বছরে বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে "Achieving Food Security in Times of Crisis" যার বাংলারূপ দেয়া হয়েছে "সংকটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন।" বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিখাতের ওপর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিখাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬২ ভাগ লোক কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে এ খাতের অগ্রগতির ওপর দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদনের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। দেশের বিপুল সংখ্যক লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষিখাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে কৃষিখাতকে নতুনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে বলে আমি মনে করি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বংলাদেশে অনাবৃষ্টি, খরা, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে এক দিকে যেমন কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে আবাদী জমির পরিমাণ কমছে এবং খাদ্য চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সহনশীল জাত উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষি গবেষণা খাতকে শক্তিশালী করে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষকের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। একই সাথে দুর্যোগকালে কৃষকদের আগাম সতর্ক বার্তা প্রদান এবং করণীয় সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে হবে। দেশের বিদ্যমান কৃষি জমিতে পরিকল্পিত চাষাবাদের মাধ্যমে নানা জাতীয় ফসল উৎপাদন করে অর্থকরী ফসল, ফলমূল ও শাকসব্জি রপ্তানি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষি উৎপাদন ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো বেশি আন্তরিক হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সরকার দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে চায়। সরকার কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় কমিয়ে আনতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জন এবং জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে কৃষি উৎপাদন ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

(ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অনুরোধে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বাংলাদেশে পালিত হয়। বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনে থাকে বিভিন্ন কর্মসূচি। দিবসটি পালনের জন্য প্রতি বছর বৈশ্বিক বাস্তবতার নিরিখে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। ২০০৯ সনে অর্থনৈতিক মন্দা ও খাদ্য নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এ বারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য "সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন" (Achieving Food Security in times of Crisis) যা যথার্থ ও সময়োপযোগী।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বিষয়ে অহরহ সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে এবং মোকাবেলায় বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ বিভিন্ন কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা আবশ্যক।

এ উপলব্ধি থেকে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ১৯৯৬ সনে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গবেষণা, সম্প্রসারণসহ সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার এ কর্মসূচী বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জনেও সহায়তা করবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৯ এর সকল কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(সি.কিউ.কে মুসতাক আহমদ)